সেমিনার

বাংলাদেশে জেল সংস্কার

২৫—২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি

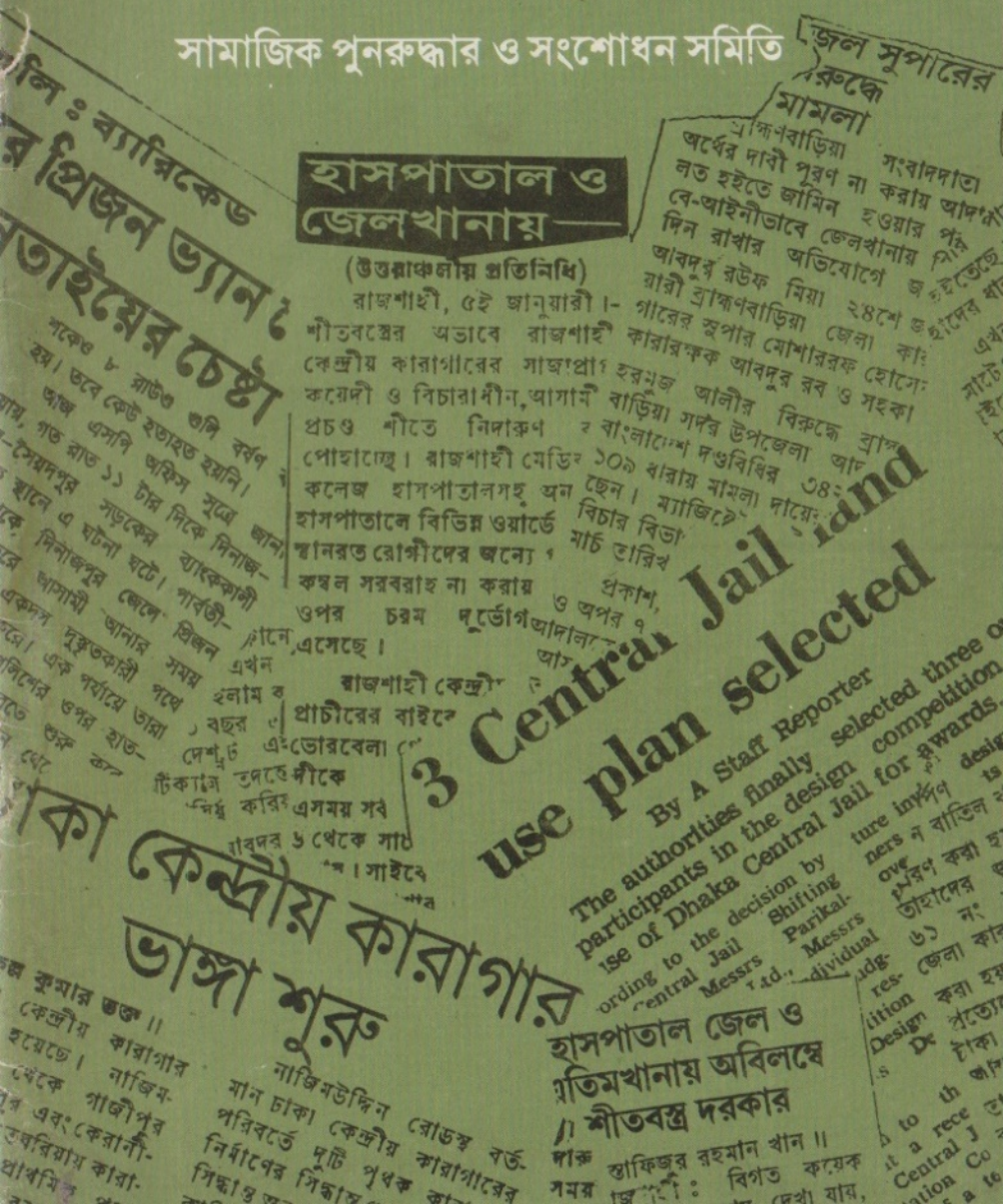

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি আয়োজিত

বাংলাদেশে জেল সংস্কার শীর্ষক সেমিনার উপলক্ষে প্রকাশিত

স্মরণিকা

২৫–২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

www.pathagar.com

বাংলাদেশে জেল সংস্কার বিষয়ে আয়োজিত
সেমিনার উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা
২৫–২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

.....

প্রকাশনা ঃ
সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি
(এসোশিয়েশন ফর কারেকশন এন্ড সোশ্যাল রিক্লামেশন)
বাড়ী নম্বর ঃ ৬১৮ বি
রোড ঃ ১৮ (পুরনো)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা–১২০৯

.....

কম্পোজ ঃ
হক প্রিন্টার্স
১৪৩/১ আরামবাগ
ঢাকা–১০০০

.....

প্রচ্ছদ ঃ হামিদুল ইসলাম

.....

মুদ্রণ ঃ
আনন্দ প্রিন্টার্স
আরামবাগ
ঢাকা–১০০০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

কারাগারে যা দেখেছি
আতাউস সামাদ ৫

কারাবন্দীদের কাজের মজুরী চাই
মুহাম্মদ আজীজুল হক ৭

কারা সংস্কারঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
ডঃ মীজানূর রহমান শেলী ১০

কারাগারে ২৩টি শিশু
অধ্যাপিকা সালমা চৌধুরী ১৬

বিচারাধীন ব্যক্তি ও বন্দীদের সমস্যা ১৯

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতির
প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশ ২৭

এ সি এস আর সংবাদ ৩০

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতির
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের তালিকা ৩২

www.pathagar.com

আমাদের কথা

আমরা বিশ্বাস করি কোন মানুষই জন্মসূত্রে অপরাধী নয়। অবস্থার চাপে পড়ে সে অপরাধ করে। কিন্তু তাকে সমাজে পুনরুদ্ধার, সংশোধন ও পুনর্বাসন করা হলে তিনিও সমাজের জন্য সম্পদ হতে পারেন।

কিন্তু আমাদের দেশে সে সুযোগ কোথায়। একজন অপরাধ করলে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়। বিচার হতে সময় লাগে অনেক। মামলার তদন্ত যেন সহজে শেষ হয়না। একজনকে যথেষ্ট হয়রানীর সম্মুখীন হতে হয়। এদিকে তার পরিবার ধ্বংসের দিকে চলে যায়।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিচারাধীন অবস্থায় অথবা বিচার সম্পন্ন হবার পর একজন কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে দিন কাটায়। সেখানে অধিকাংশই শারীরিক অথবা মানসিক ভারসাম্য হারায়। কারাগারগুলোর অবস্থা জীর্নশীর্ন। জেল কোডের বিধান অনুযায়ী এমন সব ব্যবস্থা কারাগারগুলোতে চালু আছে যেগুলো একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী নয়।

অপরাধীর নৈতিক সংশোধনের জন্যে কারাগার। কিন্তু আমাদের দেশে কারাগারে দাগী আসামী ও বিচারাধীন ব্যক্তি, কিশোর সবাইকে একইস্থানে রাখা হয়। তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা তো দূরে থাক, পরিবেশের কারণে প্রথমবার যে অপরাধ করে তাকেও আরও বেশী অপরাধ শেখার সুযোগ করে দেয়।

১৯৭৯ সালে দেশে জেল সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। তবে তার বাস্তবায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তা যথেষ্ট নয়। করাগার পরিচালনার মত একটি স্পর্শকাতর দায়িত্বে যারা আছেন তাদেরই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

বৃটিশ যুগে কারাগারকে শাস্তি ও আটক রাখার প্রধান ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশে কারাগার হবে সংশোধনের স্থান। সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ দরকার।

আমাদের সমিতি দীর্ঘদিন ধরে অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রমের জন্যে কাজ করছে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা অপরাধীদের পুনর্বাসনের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের মত একটি বেসরকারী সংগঠনের পক্ষে এককভাবে তা সম্ভব নয়। জাতীয় পরিকল্পনায় অপরাধ দমনের পাশাপাশি অপরাধ সংশোধন কর্মসূচী থাকতে হবে।

এসব লক্ষ্য সুমুখে রেখেই আমরা এ সেমিনারের আয়োজন করেছি। এ সেমিনারে তিনটি নিবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। প্রথমটি লিখেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আতাউস সামাদ। তিনি ১৯৮৭ সালে কারাগারে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তার আংশিক বিবরণ দিয়েছেন নিবন্ধে। দ্বিতীয়টি লিখেছেন সাবেক ডি.আই.জি প্রিজনস জনাব মুহাম্মদ আজিজুল হক। কারাগার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা অনেক। তৃতীয় নিবন্ধটি ডঃ মীজানুর রহমান শেলীর। তিনি ১৯৭৯ সালে জেল সংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলেন।

এ সেমিনারে যে আলোচনা হবে তা দেশের কারাগার সমূহের অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ সেমিনার আয়োজনে যারা আমাদের সহায়তা করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

কারাগারে যা দেখেছি

আতাউস সামাদ

প্রথমেই বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই যে কারাগার সম্পর্কে আমার যা বলার আছে তার খেই ধরে হয়তো খানিকটা আলোচনা হতে পারে কিন্তু আমার সে কথার ওপর বিষয় বিবেচনা সম্ভব হবে না কারণ তা খুব একটা তথ্য সমৃদ্ধ হবে না।

এর প্রধান কারণ এই যে আমি যে কয়েকদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলাম সে দিন কয়টি আমার কেটেছে নিউ সেলে প্রধানতঃ অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে। জেলখানাটি ঘুরে ফিরে দেখার ভাগ্য আমার হয় নাই। এ ছাড়া যেখানে আমরা অন্তরীনাবদ্ধ ছিলাম সেখানকার পরিবেশ রাজনৈতিক আলোচনাতেই মুখর থাকত বেশি।

অন্য কয়েদীদের সাথে কথাবার্তা যা কিছু হয়েছে তার মধ্যেও প্রায় সবটা জুড়ে ছিল তাঁদের প্রতি অবিচার হয়েছে এই অভিযোগ এবং সেই দাবী বা নিবেদনের পক্ষে যেসব তথ্য ও যুক্তি আছে তা শোনা।

তবে প্রথমেই আমাকে যেখানে নিয়ে রাখা হয় সেখানকার অবস্থা অর্ধেক রাত্রি ও একটি পুরো দিন আমি দেখেছি। আমি মূলতঃ তার কথাই বলি।

রাত তিনটার দিকে আমাকে পাঠান হয় বিদেশী কয়েদীদের জন্য যে সেল আছে সেখানে। এই সেলের পাশাপাশি দুটো ঘরে ১২ কি ১৪টি সিংহলী যুবককে আটক রাখা হয়েছিল। আমাকে জায়গা করে দেওয়া হলো এরই একটা ঘর একদম খালি করে। তখন সিংহলী সব ক'টা ছেলেকে রাখা হলো একটি ঘরে। তারা কোন মতে গাদাগাদি করে গায়ে গায়ে শুয়ে থাকল। এবং সবারই শোবার জায়গা হলো মেঝেতে। সময়টা নভেম্বর মাস কাজেই মেঝেয় শোয়াতে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি সবারই ছিল। তবে সবাইকে দুটো করে কম্বল দেওয়া হয়েছিল। সেই রাত্রে আমারও স্থান হয়েছিল মেঝেতে, কারণ তখনও আমি উঁচু শ্রেণীর কয়েদী হইনি।

এখানে সেলের ঘরগুলোর সামান্য একটু বিবরণ দিই। আমার আন্দাজ ঘরগুলো লম্বায় ১২ অথবা ১৪ ফুট হবে এবং চওড়ায় ৭ ফুট কি ৮ ফুট। অর্থাৎ সিংহলী ছেলেগুলো সে রাতে একেকজন শোয়ার জন্য পাশে মাত্র দেড় থেকে দুই ফুট জায়গা পেয়েছিল। ঘরগুলোর তিনদিক বন্ধ, সম্ভবতঃ একদিকেএকটি স্কাই-লাইট ছিল। আর একদিকে লোহার মোটা গরাদ। সেখান দিয়ে ঠান্ডা বাতাস স্বচ্ছন্দে ঢুকছিল। আর আমাকে যখন নিউ সেলে নেওয়া হয় তখনও আমাকে শীতের হাওয়ার মধ্যে ঘুমান অভ্যাস করতে হয়েছিল কারণ আমরা এত বন্দী ছিলাম যে আমাদের বেশ ক'জনকে বারান্দায় জায়গা নিতেহয়েছিল।

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের কথায় ফিরে আসা যাক। জেলে প্রথম দিনই দেখলাম ও পরে শুনেছিলামও যে অনেক কয়েদী রাতে শোবার জায়গা পেত না। সবাই একসঙ্গে শুতে গেলে একজনের পা আরেকজনের মাথার ওপর উঠে যেত। ফলে কয়েদীরা পালা করে ঘুমাত। অর্থাৎ তাদের বেশ খানিকটা রাত নির্ঘুম বসে কাটাতে হতো বাধ্য হয়ে।

এরপর আরেক বিপদ রাত্রে প্রস্রাব-পায়খানা নিয়ে। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সেলের

www.pathagar.com

ভিতর কোন স্যানিটারী পায়খানার ব্যবস্থা নেই। তাই কয়েদীদের ব্যবহারের জন্য ঢাকনা দেওয়া কয়েকটি টিনের বাটি রেখে দেওয়া হয়। কয়েদীরা রাত্রে সেগুলোই ব্যবহার করে। যতবার একেকজন সেগুলো ব্যবহার করে ততবার দুর্গন্ধ ছড়ায় সমস্ত সেল জুড়ে। সকাল বেলায় এগুলো জড়ো করে রাখা হয় সেলের দরজার পাশে। যতক্ষণ জমাদার এগুলো না সরায় ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা ময়লা হবার বা দুর্গন্ধ হয়ে যাবার বিপদ। আমি যে অল্প সময় বিদেশী কয়েদীদের সেলে ছিলাম সেই সময় অন্য কয়েদীরা আরো দুটো ব্যাপারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর একটি ছিল একটা শুকনো নালা। তারা বলে যে ঐ নালাটা দিয়ে পানি ছেড়ে দেওয়া হয় দিনের এক সময় এবং তখন ওটার পাশে বসে এক তলার কয়েদীরা গোসল করে। এভাবে একের গায়ের ময়লা অপরের গায়ে যায়। তবে আমি এই ব্যাপারটা ঘটতে দেখিনি বা এইভাবে গোসল করতে বাধ্য হই নাই। এই তথ্যটা ঠিক বা বেঠিক কোনটাই আমি হলপ করে বলতে পারব না। দ্বিতীয় যে জিনিষটা তাঁরা আমাকে দেখান তা তাদের খাবার রুটি ও ডাল। রুটিগুলো ছিল বেশির ভাগ অংশ জুড়ে পোড়া ও ডালটা প্রায় পানির মতই পাতলা। লাউয়ের যে নিরামিষটা আমাদের দেওয়া হয়েছিল সেদিন তা ছিল আধা সিদ্ধ।

জেলে প্রথম দিনটি অতিবাহিত হয়ে সন্ধ্যা গড়িয়ে এলে আমাকে নিউ সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে আমাকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদীতে উন্নীত করা হলে আমি মেঝে থেকে চৌকিতে প্রমোশন পাই। সাথে একটা বালিশ, একটা চাদর ও একটা মশারি পাই। যারা তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী থেকে গেলেন তারা দুই কম্বল সম্বল করে মেঝেতে দফাওয়ারী হিসাবে একটুখানি কাত হবার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নিউ সেলে এসে আমার ভাগ্য বেশ কিছুটা বদলে যায়। মিঃ আবদুল মান্নান, মিঃ নির্মল সেন ও অ্যাডভোকেট শামসুল হক প্রমুখ জেলের ভেতরও তাঁদের যে প্রতিপত্তি ছিল তা খাটিয়ে তাদের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তার ফলে স্বস্তি পেয়েছিলাম কিছুটা নিশ্চয়ই। একই সাথে একটি বাড়তি দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। সেটা হলো আমাদের সেলের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পয়ঃপ্রনালীর যে প্রচন্ড দুর্গন্ধ শেষ ঘরটির বাসিন্দাদের দম বন্ধ করে আনত, তার থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে ঐ প্রচন্ড অস্বাস্থ্যকর ঘরটির বাসিন্দাদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ ওবায়েদুর রহমান এবং পরে সম্ভবতঃ ব্যারিস্টার ইসতিয়াক আহমেদ।

তবে ঘরের ভেতর গাদাগাদি অবস্থার দরুণ স্বেচ্ছায় আরো তিনজনের সাথে এঁদের একজন রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা মঈনুদ্দীন খান বাদল জায়গা বেছে নিলেও একটা কারণে সব সময়ই খুব কষ্ট পেতাম। সেটা হলো আমাদের সেলেই জনাব তাজুদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব কামরুজ্জামান ও জনাব মনসুর আলিকে ১৯৭৫ সালে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের যে গুলী করা হয় তার কয়েকটি একটি গরাদের দুই-তিনটা শিকে আঘাত করে। ঐ শিকগুলোতে গুলীর দাগ তখনও ছিল এবং আমার বিছানা থেকে ঐ দাগগুলো সব সময় দেখা যেত। ফলে সারাক্ষণ ঐ ট্র্যাজেডীর কথা মনে পড়ে মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত।

সাথে সাথে এই চিন্তাটা প্রায়ই চেপে বসত যে বন্দী দশায় মানুষ কত অসহায়।

[লেখক বাংলাদেশে বিবিসির সংবাদদাতা। তিনি পেশাগত কারণে ১৯৮৭ সালে কারারুদ্ধহন।]

www.pathagar.com

কারাবন্দীদের কাজের মজুরী চাই

মুহাম্মদ আজীজুল হক

কোন কিছু লেখার প্রতি আমার দারুণ অনীহা। জেলখানা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম দীর্ঘদিন। বিভিন্ন পর্যায়ে সে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কারা পরিদফতরে যারা কাজ করেণ তাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। বলতে পারেন আমারও তাই। এ বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছি আগেও। এবারে সেমিনারে কিছু কথা বলার ডাক এল। অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে চাই আমাদের দেশের কারাগারগুলোর সংস্কার হোক। সংস্কার খুবই জরুরী। সেজন্য আমি এখানে শুধুমাত্র কতকগুলো সুপারিশ পেশ করছি।

১. কারা পরিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি পরিদপ্তর। মহা কারাপরিদর্শক কারাগার সমূহের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। এই পদটি পাকিস্তান আমলের প্রায় শুরুতেই বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হত। ১৯৭৭ ইং সনে হঠাৎ করে এই পদে কারা বিভাগের বাইরে থেকে নিয়োগ শুরু হয় এবং এখনও তা চলছে। কারা প্রশাসন সম্পর্ক অনভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। কারাগার সমূহের স্বার্থে কারা অধিদপ্তরে দীর্ঘকাল ধরে কর্মরত পেশায় অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রয়োজন। শুধুমাত্র বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া না গেলে ওই পদে বাহিরের লোক নিয়োগ করা যেতে পারে।

২. উপ–মহা কারাপরিদর্শকগণ বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারাগারে দায়িত্বে রয়েছেন। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় কারাগারে অধিনস্ত সকল জেলা ও উপ কারাগার সমূহ রয়েছে তাদের তত্ত্বাবধানে। পরিদর্শন ছাড়াও এসকল কারাগারের কারারক্ষীগণের বদলী, ছুটি ও পেনশন মঞ্জুর, বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি এবং দরপত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন এক দূরুহ ব্যাপার। কাজেই আমার অভিমত, কেন্দ্রীয় কারাগারের দায়িত্বে একজন সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্টকে নিয়োগ এবং উপ–মহা কারাপরিদর্শকের দফতর পৃথক করা প্রয়োজন। উপ–কারা মহাপরিদর্শককে নিম্নোক্ত দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারেঃ–

ক) কারাক্ষীগণের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, অর্জিত ছুটি, বিনোদন ছুটি ও পেনশন মঞ্জুর ইত্যাদি।

খ) কারারক্ষীগণের বিভাগীয় মামলার বিচার করা।

গ) জেলা ও উপজেলা কারাগার সমূহ পরিদর্শন।

ঘ) খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর দরপত্র বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ঙ) বিভিন্ন কারাগারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. উপ–মহা কারাপরিদর্শকের বিভাগীয় দফতরে নিয়োজিত কর্মচারীদের উচ্চ মান সহকারী পদের উর্ধ্বে পদোন্নতির কোন সুযোগ নেই। আমার অভিমত তাদের কারা পরিদপ্তরের সাথে একীভূত করা হলে তাদের পদোন্নতি ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ হবে।

www.pathagar.com

৪. কারাধ্যক্ষ হতে কারারক্ষী পর্যন্ত কর্মচারীর নিকট হতে সিকিউরিটি মানি কিস্তিতে আদায় করা হয়ে থাকে। এই অর্থের পরিমান বর্তমানে টাকার মূল্যমানে হাস্যাস্পদ মনে হবে। সিকিউরিটি মানির পরিমান যথাযথভাবে বৃদ্ধি করে এককালীন আদায় করলে অহেতুক একাউন্ট স্থানান্তরের শ্রম ও অর্থ ব্যয় এড়ানো যাবে।

৫. খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দরপত্র সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দফতরে দরপত্র সংক্রান্ত দূর্নীতি এক ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এর ফলে লুন্ঠিত হচ্ছে সরকারী অর্থের সিংহভাগ। কারাগার সমূহের দরপত্রের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। ঠিকাদারী প্রথা বিলোপ করে সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহবান ও নিম্নতম আর্নেষ্ট মানি নিরুপনের ব্যবস্থা হলে নিশ্চিত সুফল পাওয়া যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

৬. প্রতিটি কারাগারে একটি করে মুরগীর খামার স্থাপন লাভজনক হতে পারে। প্রত্যেক কারাগারে প্রচুর উচ্ছিষ্ট খাদ্য নষ্ট হয়। যা মুরগীর খামারে ব্যবহৃত হলে বিনা অর্থ ব্যয়ে খামার পরিচালনা করা যাবে।

৭. কারা হাসপাতাল সমূহে ব্যাপক দূর্নীতি চলছে। বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কারা হাসপাতাল সমূহের খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। 'Extra diet' প্রদানের আইন বাতিল করা উচিত।

৮. সাজাপ্রাপ্ত বন্দীগণকে তাদের উৎপাদিত পন্যের লভ্যাংশ প্রদান করা একটি মানবিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ ব্যবস্থায় একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কয়েদীগণ উৎসাহ পাবে এবং অন্যদিকে গরীব ও দুঃস্থ কয়েদীর পরিবার-পরিজন উপকৃতহবে।

৯. মানবিক কারণে বন্দীদের বালিশ সরবরাহ করা প্রয়োজন। মশার উপদ্রব হতে রক্ষার জন্য কক্ষের দরজা-জানালায় মশক প্রতিরোধক জি. আই. নেট লাগান যেতে পারে।

১০. বন্দীদের চারিত্রিক সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিচে উল্লিখিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। আমাদের আর্থ সামাজিক অব্যবস্থার কারণে আমাদের জাতীয় চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধের যে দারুণ অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে যারা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত এবং অন্যান্য অনেকে বন্দীদের চেয়ে কম অপরাধী নন। এমতাবস্থায় গোটা সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া শুধু বন্দীদের চরিত্র সংশোধনের চিন্তা করে কোন লাভ হবেনা। যা হোক নিম্ন বর্নিত পদক্ষেপ বন্দীদের চরিত্র সংশোধনে সহায়ক হতে পারে-

ক) প্রত্যেক কারাগারে একজন করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ।

খ) নিরক্ষর বন্দীদের শিক্ষার ব্যবস্থা আরো জোরদার করা।

গ) তাবলীগ জামায়াতের (যা একটি আরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন) মোবাল্লেগগণের সহযোগিতায় সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন বয়ান রাখার ব্যবস্থা করা হলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেতে পারে। এতে সরকারের কোন অর্থ ব্যয় হবে না। দ্বীনি তা'লিম ছাড়া আল্লাহ্ ও আখেরাত সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়না, আর আখেরাতে বিশ্বাস না থাকলে মানুষের অপরাধ প্রবণতা দূর হওয়া সম্ভব নয়।

১১. বিচারাধীন বন্দী সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটকে

www.pathagar.com

থাকার দরুণ তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি লক্ষন করা যায়। তদন্ত অনুষ্ঠানে বিলম্ব ও বিচারে দীর্ঘ সূত্রীতা বন্দীদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের অবর্ণনীয় কষ্ট ও দূর্ভোগ পোহাতে হয়। নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ এ ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

ক) বিচারকগণকে সার্বক্ষণিক বিচার কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। তাদেরকে কোন অবস্থায়ই প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা চলবেনা।

খ) তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য পুলিশ বিভাগ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সংস্থা থাকতে হবে। পুলিশ শুধু আসামীদের গ্রেফতার করতে পারবে। এ ব্যবস্থায় পুলিশী জুলুম ও হয়রানী বন্ধ হবে এবং তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন হবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তদন্তের সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব ও প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তদন্তের জন্য বর্তমানে পুলিশের অফিসার ও কর্মীরা নিয়োজিত। তদন্ত কাজ পুলিশ বিভাগ থেকে আলাদা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এ কাজে সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরপ্রয়োজন।

১২. কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কর্মকর্তাগণকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তৎকালীন বিচারপতি মুনীমের (পরে প্রধান বিচারপতি) নেতৃত্বে গঠিত কারা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কারাগারসমূহের উন্নয়নের কিছু কিছু পদক্ষেপ ইতিপূর্বে নেয়া হয়েছিল। সুপারিশ রিপোর্ট প্রকাশ ও বাকি সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারেন।

[লেখক কারা পরিদফতরের একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন। সম্প্রতি তিনি অবসরগ্রহণ করেন।]

●

"কোন মানুষ জন্মসূত্রে অপরাধী নয়।"

www.pathagar.com

কারা সংস্কারঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ডঃ মীজানুর রহমান শেলী

উপক্রমনিকাঃ

(১) ..... "কারাগার প্রশাসন কারাবন্দীকে ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে এ যাবৎ ব্যর্থ রয়ে গেছে; প্রশাসন কয়েদীকে কারা প্রশাসন যন্ত্রের একটি একক হিসাবেই বিচার করে এসেছে। মানবিক ও সভ্য সমাজ সুলভ যে সকল প্রভাব একক কয়েদীর মনে প্রভাব রাখতে পারে তার সম্পর্কে প্রশাসন মোটামুটি উদাসীনই রয়ে গেছে".....

(২)..... "কারাগার প্রশাসনের নিম্নতর স্তরে রয়েছে দুর্নীতি কারাগারসমূহে শৃংখলা শ্লথ..... ।"

তাৎক্ষণিকভাবে মনে হ'তে পারে যে এই বক্তব্যসমূহ আমাদের কারাগারগুলো সম্পর্কে প্রযোজ্য, কিন্তু উল্লেখিত দুই মন্তব্যের কোনটিই আজকের বাংলাদেশের কারাগারের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রচিত নয়।

প্রথম মন্তব্যটি উদ্ধৃত হয়েছে বৃটিশ ভারতের ১৯১৯ সালের সর্ব ভারতীয় কারাগার কমিটির বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন থেকে। এই কমিটির প্রধান ছিলেন মাদ্রাজের নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য স্যার আলেকজান্ডার জি, ক্যাডু, কে, সি, এম, আই, আই, সি, এস। এই কমিটিতে ছয়জন সরকারী ও বেসরকারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় বক্তব্যটি আরো প্রাচীন জামানার। ১৮৩৬ সালের ২রা জানুয়ারী যে কারাগার কমিটি সংগঠিত হয় এটি তারই প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত।

লর্ড মেকলে এই কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।

কারাগারসমূহে বিদ্যমান অবস্থা যে অসন্তোষজনক এবং তার উন্নতি প্রয়োজন এই চেতনা এবং তাগিদ হাল আমলের সৃষ্টি নয়। আজ থেকে দেড় শতাব্দী আগেও এই অঞ্চলে কারাগারসমূহের দুরবস্থা সম্পর্কে উচ্চতর সরকারী পর্যায়ে সচেতনতা ছিল। অসন্তোষজনক পরিস্থিতির অবসানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবনতার স্বাক্ষরও ইতিহাসে লিপিবদ্ধআছে।

১৯১৯ সনের কারাগার কমিটি বিচক্ষণতার সঙ্গে মন্তব্য করছিলেন, "যে ক্ষেত্র সম্ভব সে ক্ষেত্রেই মানুষকে যাতে কারাগারে না যেতে হয় তার ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকে, বিশেষ করে আদালত সমূহকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে ও উপলব্ধি করতে হবে।"

এই কমিটির প্রতিবেদনের নৈতিক মাত্রাটির একটি যুগজয়ী আবেদন লক্ষ্যণীয়– এতে বলা হয় যে কারাগারসমূহে (কয়েদীদের)ঃ

"নৈতিক ও চিন্তাগত উন্নয়নের সম্ভাবনার প্রতি কমই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ফলে, সাধারণভাবে ভারতীয় কারাগারসমূহের ব্যবস্থা অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক বলে বিবেচিত হলেও সংস্কারমূলক হিসাবে গণ্য হয়

www.pathagar.com

না। (বৃটিশ) ভারতীয় কারাগারসমূহে কারাবন্দীদের মনের উপর কোন ভাল বা সুস্থ প্রভাব বিস্তার করে না। এ সকল কারাবন্দীরা আরও অরনতির দিকে ধাবিত যদি না-ও হয় অন্ততঃ নিজ তিক্ততায় স্থিত হয়ে থাকে। এই সব জায়গার থেকে বেশীর ভাগ বন্দীই তাই কারাগারে যাওয়ার মুহূর্তে যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে নিকৃষ্ট মানসিক অবস্থায় বেরিয়ে আসে।"

কারাগারসমূহের অবস্থা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে যে দেড় শতাব্দী বা সাত দশক আগের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক শাসিত দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের কারাগারে বিদ্যমান অবস্থা থেকে উন্নততর নয় তা প্রমান করবার জন্য বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্তের অভাব হবে না।

বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। এই অবনতির বহুবিধ ও বিচিত্র কারণও রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন-উত্তরকালে বহু দেশ ও সমাজই আর্থ-সামাজিক স্থিতিহীনতায় আক্রান্ত হয়েছে। মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান আকাংখা, নেতৃত্বের অদক্ষতা ও ব্যর্থতা, সম্পদের অপ্রতুলতা অথবা সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করবার অক্ষমতা, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক দ্রুতহারে ফীতি, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি সবকিছু মিলে এই সব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিত জীবনকে জটীল ও সমস্যাসংকুল করে তুলেছে।

এ সব দেশে যে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যে হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে তার চেয়ে দ্রুত হারে বাড়ে মানুষের সংখ্যা, ফলে খাদ্য সমস্যা প্রকট থাকে, নাগরিকেরা পায়না যথা প্রয়োজন পুষ্টি। আভ্যন্তরীণ সম্পদ যথাযথভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং ন্যায়পরতার ভিত্তিতে জনগণের উন্নয়নে কাজে না লাগায়, জনজীবনের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও অভাব দূর হয় না। বেকারত্ব বাড়ে, অভাব বাড়ে, অপুষ্টি বাড়ে।

ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। অপরাধ প্রবণতাও দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থবহ উন্নয়ন আনতে ব্যর্থ এই সব সমাজ অপরাধ প্রবনতা রুখে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সফল হয় না। ফলে অপরাধ বাড়ে, অপরাধীর সংখ্যা বাড়ে।

এই ক্রমবর্দ্ধমান অপরাধ বা অপরাধীর সঠিক ও সার্থকভাবে মোকাবেলা করবার মত নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, আইন ও আদালত কাঠামো ও কারাগার বা সংশোধনী ব্যবস্থা- কিছুই এই সকল তথাকথিত উন্নয়নশীল, অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ ও সমাজের থাকে না। ফলে যেমন অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, তেমনি অপরাধীকে কারাগারে রেখে সফলভাবে অপরাধ মোকাবেলার ও স্থায়ী সংশোধন প্রক্রিয়ার সূচনা করার ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করার ক্ষেত্রেও এদের অপারগতা সুস্পষ্ট।

বর্তমানঃ এক করুণ দুঃসহ চিত্র।।

সমগ্র জীবনের মতই, দারিদ্র্য বিড়ম্বিত তৃতীয় বিশ্বের কারাগারও অনুন্নত। যে অবস্থা উন্নত নয়, তা প্রায়শঃই বৈষম্য- লাঞ্ছিত, ন্যায়পরায়নতা বিহীন এবং অসুস্থ ও অপুষ্ট।

তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত অন্যান্য অনেক দেশের মতই বাংলাদেশেও কারাগারগুলোর অবস্থা শোচনীয়।

www.pathagar.com

এর কারণ বহুবিধ। কিন্তু একটি কারণ সম্ভবতঃ উন্নয়নের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। আজকের দুনিয়ার উন্নয়নের পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা সাধারণতঃ আইন, শৃংখলা ও অপরাধ দমন ও সংগঠনকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ বলে মনে করেন না। বিশ্বের ও বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন- নীতি নির্দ্ধারক ও প্রশাসকরাও এই একই মনোভাবের পোষক। ফলে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে রাস্তাঘাট, ইমারত, কল-কারখানার স্থাপনা, বিস্তার, উন্নতি ও প্রসার ঘটলেও অপরাধ-নিরোধ বা সংশোধন ব্যবস্থা অথবা কারাগারসমূহের ভৌত অবস্থা ও ব্যবস্থাপনার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার বা উন্নয়ন ঔপনিবেশিক উত্তরকালে ঘটেনি। ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক আমলের কারাগারগুলোর ভবন জীর্ণ ও প্রাচীন অবস্থায় রয়ে গেছে। অনেক যায়গায়ই তারা ধ্বংসের সম্মুখীন। অন্যান্য অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশে যেমন, তেমনি বাংলাদেশেও এইসব ভাবনের যথা-প্রয়োজন সংস্কার বা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটেনি-অথচ জনসংখ্যা ও অপরাধ ও বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকায় কারাবন্দীর সংখ্যা বেড়েছে। পুরানো কারাগারগুলো, বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত কারাগারগুলো, তাদের আর যায়গা দিতেপারছেনা।

১৯৭৯ সনের এক হিসাব অনুযায়ী সারা দেশের জেলে যেখানে মাত্র ১৬০১৫ জন বন্দীর থাকার ব্যবস্থা ছিল সেখানে বন্দীর সংখ্যা ছিল ২৬,৩৪২।

আজকের বাংলাদেশে কারাগারের অবস্থা যে সেদিনের চেয়ে ভালো এমন কথা সম্ভবতঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও হলফ করে বলতে পারবেন না।

কিন্তু সংখ্যাধিক্যই একমাত্র সমস্যা নয়। ব্যবস্থাপনাও বস্তুতঃ সেই মান্ধাতার আমলে রয়ে গেছে। বিধি, রীতি এখনও প্রাচীন। অর্থ বরাদ্দ ও জনশক্তি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি, হয়ে ওঠেনি আধুনিক ও সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযুক্ত। রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজ বিবর্তনশীল সময়ের পরিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী কারা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে পারেনি, ফলে স্বল্পতম মানবিক সুযোগ- সুবিধার অভাবও অপরাধীকে আরো তিক্ত ও অপরাধ প্রবণ করে সমাজে ফেরত পাঠালে অবাক হবার কিছু থাকে না। কারাগারগুলো বহু দশক আগে নির্মিত- এদের অনেকগুলোতেই আধুনিক পানি সরবরাহ বা পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই-১৯৭৯ সালে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারেও গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। খাদ্যদ্রব্যের মান সন্তোষজনক ছিল না। আজও হয়েছে কিনা কে জানে। সেদিনও কারারক্ষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও রক্ষীদের সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ, কিছুই যথেষ্ট ছিল না। আজ হয়েছে কি?

সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য কারণে চিকিৎসা, বিনোদন, ব্যায়াম, পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠের যথাপ্রয়োজন সুযোগ থেকেও কারাবন্দীরা বঞ্চিত।

বস্তুতঃ বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলেও যে সব ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা কারাগারে ছিল আজ বুঝি তারও উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের কারাগারে নেই।

বিচারাধীন অভিযুক্তদের বিড়ম্বনা ঃ

বিচারাধীন বন্দীদের প্রধান সমস্যা বিচারে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রিতা। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিচার শেষে যে মেয়াদের সাজা অনেকে তার চেয়ে বেশী দিন বিচারাধীন অবস্থায়কারাগারেই কাটিয়েছে।

www.pathagar.com

বিচারাধীন বন্দীদেরকে আলাদা কারাগারে রাখা যেমন অবশ্য প্রয়োজন তেমনি তাদের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা দরকার।

কারাগারের বিকল্প ঃ

বস্তুতঃ জনাকীর্ণ কারাগারগুলোর দুঃসহ অবস্থা এবং দীর্ঘকাল ধরে বিচারাধীন মামলায় অভিযুক্ত কারাবন্দীদের বদনসিব আমাদের মনে স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন জাগায় যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধনের জন্য কারাগারে অপরাধীকে বন্দী করাই কি একমাত্র পথ ও পন্থা? এর কি বিকল্প নেই?

একসময় মনে করা হ'ত যে হত্যা বা দুঃসহ দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তাকে কারাবন্দী করে অপরাধ দমনের বা অপরাধীর শাস্তিবিধানের মানবিক এক পন্থা। অপরাধীকে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদী কারাদন্ড দিয়ে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীকে সংশোধনের চেষ্টা করা হ'ত। সেই সময় অপরাধের, বিশেষতঃ কম গুরুতর অপরাধের,–শাস্তি হিসাবে তদারকি, অন্তরীনাবদ্ধ করা ইত্যাকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমাজে ও রাষ্ট্রযন্ত্রে সচেতনতা ছিল না।

একথা সর্বজন বিদিত যে যেমন বাংলাদেশে, তেমনি সারা দুনিয়ায় কারাগারে অপরাধীকে কয়েদ করেই অপরাধমুক্ত সমাজ নির্মাণ সম্ভব নয়। সেই জন্যই কারাগারের উপর বিপুলসংখ্যক বন্দীর চাপ মেটাতে হ'লে গুরুতর নয় এমন অপরাধীদের জন্য কারাগারের আধুনিক যে সব বিকল্প রয়েছে তার দ্রুত প্রবর্তন ও প্রয়োগ দরকার। এগুলোর মধ্যে জরিমানা, প্রোবেশান, সমাজসেবা, আধা–হেফাজতমূলক নিবর্তন, থানার বা কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত হাজিরার ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা, শর্তযুক্ত ছাড়, সাময়িকভাবে বিলম্বিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে।

বস্তুতঃ কারাদন্ডের বিকল্পগুলোর যথাযথ এবং ব্যাপক ব্যবহার আমাদের কারাগারগুলোতে বন্দীদের সংখ্যাধিক্যজনিত সমস্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে আনতে পারে। এই পথে সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পেলে কারাগারগুলোকে কার্যকর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা সহজ হয়ে উঠতে পারে।

কারা সংস্কারঃ

বাংলাদেশের কারাগারের করুণ ও অসহনীয় অবস্থার অবসান শুধু মানবিক কারণে নয়, সমাজের স্থায়ী স্থিতিশীলতা ও অর্থবহ উন্নয়নের স্বার্থেই প্রয়োজন। কারাগার যদি অপরাধীকে আরো ভয়াবহ অপরাধী ও সমাজ বিরোধীতে পরিণত করে তা'হলে কারাগারের মূল সামাজিক উদ্দেশ্য শুধু ব্যর্থ ও বিফলই হয় না, বরং বিপরীত ফল দেয়। সুতরাং অন্যান্য আদর্শ সমাজের মত বাংলাদেশেও কারাগারগুলো অপরাধী সংশোধন কেন্দ্রে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেই উদ্দেশ্যে দুই পর্যায়ে সুপারিশ বিবেচনা করা যায়ঃ (ক) দীর্ঘমেয়াদী এবং (খ) স্বল্প মেয়াদী।

দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী সংস্কারের সুপারিশ ঃ

১. সারা সমাজে যেমন, তেমনি কারাগারের ক্ষেত্রেও সংকীর্ণ, গোঁড়া, প্রাচীন ও অচল দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের অবসান ও নতুন মূল্যবোধ এবং মনোভঙ্গীর সচেতনতা ও

www.pathagar.com

স্বীকৃতি।

২.নয়া কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম করবার জন্য কারারক্ষী ও কারা কর্মকর্তাদেরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সম্পদ ও কর্তৃত্বপ্রদান।

৩. সমাজ ও গণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে কাচা সংস্কারকে অর্থবহ করার জন্য অপরাধ সংশোধন কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারী সংস্থা ও জেল পরিদর্শক সংস্থাসমূহকে কারাগার পরিদর্শন ও কারাগার উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট করা।

৪. কারাবন্দী জনশক্তিকে উপার্জনমূলক কাজে ব্যবহার করে ঐ উপার্জনের অর্জিত সম্পদ দ্বারা কারাগারের অবস্থা উন্নয়ন এবং মুক্তির পর বন্দীর ভবিষ্যত সঞ্চয়ের ব্যবস্থা।

৫. প্রাচীন ও জরাজীর্ণ কারাভবনগুলোর স্থানে আধুনিক কারাগার নির্মাণ।

৬. আধুনিক মনস্তাত্বিক ও অন্যান্য উপায়ে অপরাধীর মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেরব্যবস্থা।

স্বল্পমেয়াদী ও জরুরী সংস্কারসমূহ ঃ

দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী ব্যবস্থাসমূহ সহজে গৃহীত হ'বে এমনটি আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। আমাদের মতে স্বল্পোন্নত দেশে একাধারে যেমন সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে অপরাধীদের জন্য কারান্তরালে সহ্য সম্ভব জীবনের ব্যবস্থা করবার বিষয়ে এক বিপুল মানসিক প্রতিবন্ধকতা।

বস্তুতঃ এমনও দেখা গেছে যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার উচ্চতর স্তরে সমাসীন অনেক ব্যক্তি ন্যূনতম কারা সংস্কারের সুপারিশও সত্তরের দশকে বা আশির দশকের প্রথমে উপেক্ষা করেছেন বা প্রতিরোধ করেছেন। অথচ এঁরাই আবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে কারাবাসে বাধ্য হয়ে দুঃখ করে বলেছেন যে, 'সেদিন কারা সংস্কার সমর্থন করলেই ভাল করতাম'। দুঃখের বিষয় কিছুকাল পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে তারা আবার নেতৃত্বের কাতারে সামিল হলেও কারা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে যান।

এই অবস্থায় নীতি নির্দ্ধারক ও বাস্তবায়নকারীদের কাছ থেকে তড়িৎ দীর্ঘমেয়াদী সংস্কার আশা করা অযৌক্তিক বিধায় কতগুলো স্বল্পমেয়াদী সংস্কারমূলক ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করার ব্যবস্থা বিবেচনার দাবী রাখে।

এদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো প্রধানঃ

১. যে সকল কারাগার ধ্বংসের সম্মুখীন তাদের আশু মেরামত ও সংস্কার।

২. যে সকল কারাগারে কলের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই সেখানে তার আশু ব্যবস্থা নেওয়া।

৩. যে সকল কারাগারে গ্যাস সংযোগ নেওয়া সম্ভব সেখানে তা নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৪. কারাগারে খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে ন্যূনতম মানবিক চাহিদা মেটায় সে জন্য সরকারী ও বেসরকারী সমাজনেতা ও সমাজকর্মী সমন্বয়ে পরিদর্শক দলকে পরিদর্শন, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া।

www.pathagar.com

৫. বৃটিশ আমল থেকে চালু, কারা পরিদর্শক (Jail Visitor) ব্যবস্থা জোরদার করা।

৬. কারাগারে ব্যায়াম ও শরীর চর্চা ও অন্যবিধ বিনোদন (যথা রেডিও শোনা এবং যথাসম্ভব টেলিভিশন দেখা)–এর ব্যবস্থা করা ও চালু রাখা।

৭. কারাগারের বন্দীদের জন্য ধর্মীয় কাজকর্ম ও ব্রত পালনের ব্যবস্থা করা ও উৎসবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া।

৮. শিক্ষিত বন্দীরা যাতে খবরের কাগজ, সাময়িকী ও বইপত্র নিয়মিত পড়তে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

৯. রাবন্দীরা যাতে চিঠিপত্রের ও দেখা–সাক্ষাতের মাধ্যমে তাঁদের আত্মীয়–পরিজনের সঙ্গে নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখতে পারেন সে জন্য বৃটিশ আমল থেকে চালু ব্যবস্থাদি অক্ষুণ্ন রেখে তা আরো উন্নত ও আধুনিক করা (যেমন, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে টেলিফোনে আত্মীয়–পরিজনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নিয়মিত কিছুদিন পরপর দেয়া।

১০. প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীদের (যারা সরকার নিয়োজিত) কারাবন্দীদের কল্যাণে ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। এ ধরনের সমাজসেবী কর্মীরা কারাবন্দীদের পারিবারিক স্বার্থ রক্ষায় ও কল্যাণ সাধনে সমাজ ও সরকারকে কাজে লাগাতে পারেন। এর ফলে মুক্তির পরে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী অটুট সংসারে ফিরে গিয়ে সমাজের সঙ্গে একাগ্র হতে পারে।)

১১. কারাবাসের সময় বন্দীদেরকে নিজ নিজ প্রবণতা, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী আয়–উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া যাতে এই উপার্জনের অংশ বিশেষ তাদের সঞ্চয় তহবিলে জমা হয় এবং যাতে বন্দীদশার অবসানে এই সঞ্চয় ও দক্ষতা তাদের পুনর্বাসনের কাজে লাগে।

বস্তুতঃ এই সুপারিশগুলো নতুন কিছু নয়। এমনকি বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলেও এ ব্যবস্থাটা বিদ্যমান ছিল এবং বাস্তবায়িত হ'ত। আজও হয়তো খাতাকলমে আছে। কিন্তু বাস্তবায়িত হয় না। এগুলো বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয়। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় এবং অনমনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অটুট রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা।

রাজনৈতিক পর্যায়ে ইচ্ছা ও সংকল্প দৃঢ় থাকলে এসব সংস্কার সহজেই প্রশাসনিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব।

এই সুপারিশগুলোর সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী ও জরুরী ভিত্তিতে আর একটি অত্যন্ত মানবিক সুপারিশ যোগ করা যুক্তিযুক্ত। এই ব্যবস্থা সৌদি আরবসহ বহু মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমপ্রধান দেশে এবং অর্থনীতি, শিল্প ও কারিগরী বিদ্যায় উন্নত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশে বিদ্যমান। এটি হচ্ছে বিবাহিত কয়েদীদেরকে প্রতি মাসে একবার বা দু'বার তাদের স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য মিলনের অধিকারের ব্যবস্থা।

সারা দুনিয়ার সভ্য মানুষ তাঁদের কারাবন্দীদের মানুষ মনে করে–আমরাও কি তা করব না?

(লেখক সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, বাংলাদেশ সিডিআরবি এবং বাংলাদেশ টাইমস ট্রাস্টের চেয়ারম্যান।)

www.pathagar.com

কারাগারে ২৩টি শিশু

অধ্যাপিকা সালমা চৌধুরী

তেইশটি পথকলি কলকল কল্লোলিত হয়ে উঠল, 'নানু কেমন আছেন? আস্‌সালামু আলাইকুম, সেকি সামরিক সেলুটের ধূম। আহা! শিশু বড় সুন্দর বড় বেশী পবিত্র। হতে পারে মনির মায়ের নাম পারভীন ববি। হতে পারে সাথীর মা কাছারিয়া গ্রামের নীলু নামক একটি অপরাধী মেয়ে কিন্তু মনি বা খোকন বা ফেরদৌস ত কোন অপরাধ করেনি; শিশু মাত্রেই নিষ্পাপ। শিশু মানেই বেহেস্তের এক রাশি পুষ্প।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের [১]২৫৯ সংখ্যক মহিলা বন্দীর মধ্যে তেইশটি শিশুর বাস করা কি উচিত? তাদের লেখাপড়ার সরকারী ব্যবস্থা নেই।

বেসরকারী উদ্যোগে দু'জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। শুধু ইংরেজী ও বাংলা অংক পড়াতেই শিক্ষাদান সমাপ্ত। তার সঙ্গে কয়েকটি ছড়া, ধাঁধাঁ, সঙ্গীত। কোথায় তৃণ আস্থাদিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। যেখানে অবাধে বিচরণ করবে এই অবোধ পথকলিরা? দাজরীর গান, ঝিনুকের সৌন্দর্য অবলোকন করবে আর বারবার বরিষণে ভিজে একাকার হয়ে বাড়ী ফিরবে?

"হয়েছে অত সাধুগিরি করতে হবে না। মানুষ খুন করে এসে এখানে মাস্টারী করতে হবে না'–

"খুন কিরে মনি?"

"মানুষকে ধরে দ্যাখ্ এমনি করে মেরে ফেলা"

"দূর এমনি করে মানুষকে মারা যায় নাকি?

"দেখ্ দেখবি দেখ তাহলে"

তোমার বাচ্চাকে পড়তে পাঠাও না কেন, মারামারি করছে এখানে। ওখানে ক্লাস হচ্ছেদেখছ–'

''হয়েছে জালিয়াতি করে এসে এখানে খুব সর্দারী ফলাচ্ছ"

শিশুদের তাৎক্ষণিক সংলাপঃ–জালিয়াতি কিরে সুমন? মাছ ধরা?–

–আমার কাকা যা বড় একটা মাছ না ধরেছিল ঈদের দিন।

–দূর আমার দাদা পদ্মায় ইলিছ মাছ ধরে আনে একশ দুইশ তিনশ চারশ

–হয়েছে থাম থাম জালিয়াতি মানে মাছ ধরা তাই না?

–আরে দূর বোকা জালিয়াতি মানে জাল ফেলা নয়। জালিয়াতি মানে হচ্ছে কাউকে ঠক দিয়ে টাকা পয়সা মেরে দেওয়া।

–ওরে বাবা! ময়না খালা মানুষ ঠকায়?

–তা না হলে জেলে আসবে কেন?

–কেন জেলও কত সুন্দর, রুটী দেয়, ভাত দেয় দুধও দেয়। ময়না খালা কত সুন্দর গান শোনায়, ছড়া বলে আমাকে ঘুম পাড়ায়। খালা খারাপ হবে কেন। না না আমাকে ওসব কথা বল না। অবশ্য সুমনের বয়স হলেও সব অবোধ শিশু আর অবুঝ থাকে না। কে ডাকাত আর কে খুনী, কে ইজ্জত বিক্রী করে আর কে শিশু বিক্রী করে ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে

(১) ২৮–১০–৮৯ তারিখের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

www.pathagar.com

আসে তাদের জগতে। নীল সুন্দর আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে। একদিন কালো মেঘে ছেয়ে যায় সারা গগণ। নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অপরাধের ছায়া দেখে আৎকে উঠি।

তবে আশার কথা ঢাকার জেলা প্রশাসক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আজকাল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পুরুষ বিভাগ পরিদর্শন করছেন। উন্নতি কল্পে পেশ করছেন গঠনমূলক প্রস্তাব। একথা অবশ্য স্বীকার্য এই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র দেশ, একটি স্বতন্ত্র জগত, কর্তৃপক্ষের সহৃদয় মমতার জন্যেই ভাষা আন্দোলনের বন্দীরা এ স্থলেই রচনা করেছেন অতি উৎকৃষ্ট নাটক। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী উত্তীর্ণ হয়েছেন স্নাতকোত্তর পরীক্ষায়। বন্দীরা প্রতিবৎসর লাভ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। নির্মিত হচ্ছে কার্পেট সোফা, পালংক, সেল্‌ফ এবং জায়নামাজ। টার্কিস তোয়ালে, বেতকভার এবং ঝাড়ন। পাপোষ, ঝুড়ি এবং তাওয়া এবং একথা কেনা জানে জেলখানার নির্মিত বস্তু অসম্ভব খাঁটী এবং অবিশ্বাস্য রকম মজবুত।

এটা কি এক আশ্চর্য প্রশ্ন নয় যে আইন জগতের প্রাচীর ভঙ্গের জন্য যারা আগমন করলেন জিন্দানখানায়, তাদেরই নির্মিত দ্রব্য কখনও ভঙ্গ করেনি কারিগরি জগতের আইন। পিতামহের ব্যবহৃত গামছা নির্বিবাদে ব্যবহার করতে পারছেন পৌত্র, পিতামহীর পরোটা তৈরীর তাওয়া পৌত্র–পৌত্রাদিক্রমে অক্ষত রইবে দুইশত বৎসর!!

অবশ্যই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এবং অসংখ্য ঔপনিবেশিক বেড়াজালের মধ্যে বাস করে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জেলার, উপজেলার, জেলপরিচালক, জেল শিল্পনির্দেশক, জেলরক্ষকবর্গ অসামান্য দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন সন্দেহ নেই। কিঞ্চিত তথ্য উদ্ধৃতিযোগ্যঃ "বন্দীদের উদ্যান বিদ্যা শিক্ষার জন্য ফুলের টব দিতে হবে অবশ্যই ফুলসহ"

"অবশ্য অবশ্য"–মহিলা বিভাগে এল ফুলপাতার সমারোহ।

"বই পুস্তক সংরক্ষণ করার জন্য দিতে হবে আলমারী"–অবশ্য অবশ্য যথাস্থানে স্থাপিত হল আসবাব।

"এই যে পত্র–পত্রিকা পুস্তক নিয়ে যাচ্ছি–অভ্যন্তরে একটু দেখে নিন"

"কোন আবশ্যক নেই, আপনার বাক্যই যথেষ্ট"–

আইনের কঠোর বাঁধনে বাঁধা জেল তোরণ থেকে শুরু করে বন্দীর শয্যা পর্যন্ত। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘন্টা বাজল–ঘুম থেকে ওঠ। ঢং ঢং ঢং আহারের আয়োজন, আজান শোনা গেল–উপাসনায় চল–অথচ এহেন কঠোর নিয়ম–কানুন পরাজিত করতে পারেনি মানব হৃদয়।

তবে কারা পরিদর্শকগণ অপরিসীম মমত্ব দিয়ে দেখছেন বন্দীদের। সেকারণে– বাস করেও বন্দী ও বন্দিনীগণ বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের তুলনায় অতিশয় বলশালী, স্বাস্থ্য প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য স্বাস্থ্যের অধিকারী মহিলা বন্দিনীবৃন্দ। পথকলিরা সুন্দর চঞ্চল বেগবান।

দুই পক্ষ পূর্বে যে মহিলাকে সড়কে দেখছেন স্বাস্থ্যহীনা। কারাবাসের দুইপক্ষ পরবর্তীকালে তিনি হচ্ছেন সুন্দর স্বাস্থ্যের গর্বে গর্বিতা। অবশ্যই এ প্রশংসা সর্বাংশে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য।

উপসংহারের বক্তব্য হচ্ছে এই জগতের বাসিন্দাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে বাংলাদেশের ১০% শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিকে। প্রত্যেক উপজেলায় এবং জেলায়

www.pathagar.com

ফ্লোরেন্সনাইটিংগেল–এর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ সময়দান করলেই তা সম্ভব, এর জন্যে কোন আলাদীনেরপ্রদীপেরআবশ্যক নেই।

সবশেষে আমার প্রস্তাব হল ঃ

মহিলা ওয়ার্ডের জন্য

(১) অভ্যন্তরে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রয়োজন

(২) বেডমিন্টন, কাবাডি, খেলা ও ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ দরকার।

(৩) দৈনিক ৩০ মিনিট বাধ্যতামূলক নৈতিক শিক্ষা চালু করা।

(৪) রেশম, আচার, এমব্রয়ডারী, কাটিং ইত্যাদির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

(৫) বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, বোর্ডসহ একটি বৃহৎ বিদ্যালয় গৃহ।

(৬) নামাজ কক্ষ (কার্পেট, পাখা, আলো, চিত্র দ্বারা সজ্জিত)

(৭) সন্তান জন্ম, সন্তান পালন, পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

(৮) জেল ত্যাগের পূর্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

(৯) মহিলা আইনজ্ঞদের জেল পরিদর্শক তালিকার অন্তর্ভুক্তকরণ।

(১০) মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট দুজনকে সরকারীভাবে জেল পরিদর্শক নিযুক্ত করণ।

(১১) শিশুদের স্বতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য গৃহ নির্মাণ।

(১২) ৮ বৎসর হলে শিশু সদনে প্রেরণ, সর্বদা সংবাদ গ্রহণ এবং মাতাকে শিশুর সংবাদজ্ঞাপন।

(১৩) বিবাহযোগ্য বন্দিনীকে বিবাহ কাউন্সিল দ্বারা ঘর বাঁধার ব্যবস্থা করা (জেল ত্যাগেরমুহূর্তে)।

(১৪) জেল ফেরত নিরাশ্রয় মহিলাদের জন্য একটি বিশাল হোম স্থাপন (প্রশিক্ষণের জন্য)।

(লেখিকা সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি পরিচালিত জেল প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান)

●

শাস্তির জন্য নয় ,নৈতিক সংশোধনের অন্যতম স্থান হিসেবে কারাগারকে দেখতে চাই।

www.pathagar.com

বিচারাধীন ব্যক্তি ও বন্দীদের সমস্যা

[১৯৮৬ সালে সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় বিচারাধীন ব্যক্তি ও বন্দীদের সমস্যা এবং আইনগত দিক বিষয়ে দু'দিনের এক সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারে কতকগুলো সুপারিশ গ্রহণ করা হয় এবং সেগুলো সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে পেশ করা হয়। আজকের প্রেক্ষাপটে সুপারিশগুলোর অধিকাংশই প্রাসঙ্গিক। সেজন্য সেগুলো পুনরায় ছাপানো হল।]

Association for Correction and Social Reclamation, Bangladesh held a Workshop on 7th and 8th of February, 1986 on "The Problems of Under Trial Prisoners and related Legal Aspects." The Workshop was inaugurated by Mr.Justice Badrul Haider Chowdhury of Bangladesh Supreme Court and was attended by the Secretaries of Home Affairs, Ministry of Social Welfare, Rector Public Administration Training Centre, Inspector-General of Police, Inspector-General of Prisons, Cheif Metropolitan Magistrate, Senior Officers of different Government Departments, University professors and eminent lawyers, social workers and cross section of the public. On the 2-day of the workshop, besides placing working paper, a number of articles were read out by some eminent persons and elaborate discussions were held on the subject matter. The subject of the workshop being a burning issue of the day, the speakers not only discussed the problems but also put forward valuable suggestions to solve the problems. The Association for Correction and Social Reclamation noted the suggestions and formulated a set of recommendations, the gist of which was published in the national dailies as press release on the workshop. It was later on felt that the proceedings of the seminar, specially the problems identified and recommendations made be properly edited and presented in the form of an integrated report for wider dissemination among the concerned quarters. The task fell upon us and we tried to do our best with whatever notes, scribblings and papers were handed over to us. We are specially thankful to Mr. Alamgir. A. Kabir, President of the ACSR for inspiring us to write the report. We also express our gratitude to a number of journalists, Lawyers, and others who have assisted us in collecting informations on the said problem.

Introduction: The proceedings of the workshop are presented in this report in two parts- (a) the issues and problems relating to the under trial prisoners as identified by the participants and (b) recommendations made thereof for minimising them. As to the problems relating to the

www.pathagar.com

under trial prisoners, the situation and functioning of different agenices and institutions such as, the police, the Courts and the jails came up for discussion. Those are presented below:

A. Issues and problems Related to the Under Trial Prisoners:
Police:

(a) Shortage of officers in the Police Stations. According to the recommendation of the Martial Law Committee on organisational set up, the standard sanctioned strength of a police station is one Inspector, two Sub-Inspectors, two A. S. Is and 20 Constables. In City police Stations, however, the number of officers are more than the average strength. Ordinarily, only the Inspector and the Sub-Inspectors are empowered to investigate cases. The Officer-in-Charge has to remain busy most of the times with protocol, law and order and other duties an as such he has hardly any time to take up investigation of cases, however, the sub-Inspectors have to perform law and order and other multifarious duties and can not whole heartedly devote to investigation of cases. As a result, investigation is prolonged.

(b) The thana officers are handicapped for want of transport. They can not reach any place of occurance of crime within reasonable time.

(c) During investigation of cases as well as during the trial the investigating officer do not generally get co-operation from the witnesses because of various reasons.

(d) Submission of charge-sheet/final report by the investigating officers is delayed on many occasions for not getting timely report of postmortem examination from Doctor or Expert's opinions from chemical examiners or other experts.

Court:

It has been observed that trial is delayed for various reasons and under trial prisoners languish behind the bars for years together. For example, as on 30. 10. 85 in Dhaka Central Jail alone, there were 3 UTPs over ten years and 9 for 3 to 9 years. Among other causes, trial is delayed particularly for following reasons:

a) The number of trying Magistrates is not adequate. As such, the cases pile up in the courts. In absence of clearcut separation between judicial and executive functions, the same magistrate has to perform non-judicial duties quite frequently and as a result the progress of trial is

www.pathagar.com

hampered. Shortage of experienced Magistrates is also a cause of delay in the progress of trial.

b) Court records are not properly maintained.

c) Witnesses do not appear in the court and even the investigating officer, who is the main prosecution witness, often remains absent on the scheduled date.

d) One reason of non-appearance of the witnesses is the harassment they have to undergo in the court premises. There is no waiting room for the witnesses. The witnesses often do not get the TA/DA they are entitled to and the amount of TA/DA is also very limited.

e) The under-trial persons are not regularly produced before the court although law demands that they are to be produced once every fortnight. The reason of non-production or production of paper only is reported to be due to shortage of transport and accommodation in the Court Hajat.

f) The under trial prisoners are not provided with food during their stay in the court hajat on the day of production before the court.

g) Following the decentralisation of administration, trying courts have been established at Upazila level but the problems are being faced to keep under trial prisoners in these hajats. Apart from lack of adequate accommodation, there is also dearth of police force for proper security of the UTPs. Transportation of UTPs from jail/sub-jails from district headquarters to upazila courts is also difficult for the same reasons.

h) Trial is very often delayed for non-appearance of the co-offender. According to the latest amendment of Cr P. C. there is provision for trying an offender in absentia after giving notification by the court in the national dailies for appearance of the accused persons. Due to paucity of fund the trying courts are not is a position to give such notification in such cases and as such trial is delayed.

Even publication of notices in newspapers is not enough. The court also advised to send a copy to the government press for gazzette notification. Though the court is ready for trail, yet is cannot proceed unless the gazzette is published. It is observed that in many cases the gazzette is not printed even within one year although the notices are sent by the court to the press for publication in the gazzette,

Jails:

a) Accommodation in the jails is inadequate. The present jail accommodation is more or less for 21,000 persons but the number of inmates is much more. To give a specific instance, the sanctioned capacity

www.pathagar.com

of Dhaka Central Jail as on 30.12.85 was 2116 but on the same date the number of inmates were 3307. As a result convicted as well as the under trial prisoners have to live in a very congested and deplorable condition.

b) medical facilities as well as sanitary facilities are inadequate. The under trial prisoners are not given any clothings by the authorities as there is no such provisions for this.

c) There is no provision/facilities for keeping convicted prisoners and UTPs separately. The convicted prisoners are not classified according to their offence. As a result, innocent prisoners have to mix with hardened offenders.

B. Recommendations:

Police

1. The investigation of cases must be expeditious. It has been observed that the number of investigating officers in the police station is not adequate. The number must be increased and the investigating officers should not be assigned with law and order duties and other multifarious duties.

2. Investigating officers should take quick steps to arrest the accused persons and all legal actions such as serving of P & A order etc. should be taken against the absconding accused persons to compel his appearance to surrender in the court.

3. The investigating officers must arrange to produce the witnesses before the court during trial to avoid dragging of the cases in the court.

4. It has been observed that the investigasting officers often do not furnish the correct names and addresses of the accused persons in the charge-sheet. As such, difficulties are faced while serving legal processes and eventually the trial is delayed. To avoid such delay the investigating officers should furnish the court correct names and addresses of the complainants, accused persons and witnesses in the charge-sheet.

5. Copy of the First Information Report (FIR) should be supplied to the accused persons or his guardian/representatives/lawyer within 24 hours of arrest at the expenses of the Government to avoid any unnecessary harassment to the accused persons by the police.

6. The use of Section - 54 Cr. P. C. (Power of Police to arrest without warrant in certain circumstances) should be used very discreetly.

7. In petty cases the arrest should not be made only on the basis of FIR. In such cases, arrest should be made after due enquiry/investigation.

www.pathagar.com

Arrest only on the basis of FIR should be restricted to certain heinous cases like murder, dacoity, robbery, grievous hurt etc.

8. In petty cases, bail should be granted liberally by police/magistrate.

Court:

1. The exercise of Section - 344 Cr. P. C. by the magistrate should be ensured so that investigation for hearing of the cases are not interrupted by more than 15 days.

2. While examining the accused persons under Section-242 and 342 Cr. P. C., Magistrates and Judges should be very careful so that they can take proper note of the statement made by the accused persons.

3. While passing sentences after trial, the Magistrates and Judges should consider the legal provision of alternative sentences of imprisonment or fine. In appropriate cases, fine should be preferred to imprisonment so as to reduce the pressure on the jail. The Government will also get some revenue out of it.

4. Magistrates and Judges shoule take special care to find the truth by exercising their unlimited power under Section - 165, Evidence Act.

5. The trying Magistrates should ensure that the witnesses present on a particular date are examined so that the latter may not have to undergo harassment of appearing again and again in the same case.

6. For proper justice and expeditious disposal of cases, judiciary should be completely separated from the executives.

7. The provisions of keeping the approver detained in jail under Section 337 (3) Cr. P. C. should be suitably amended so that the approver may not have to remain confined in jail for unlimited period.

8. District and Session Judges and District Magistrates should visit and inspect the Sub-ordinate Courts as frequently as possible so that they can scrutinise the pendency position and suggest efective measures for expeditious disposal of cases. As official visitor to the jail the District and Session Judges should listen to the problems of under trial prisoners and suggest/take measures for redress of such grievances.

9. Provisions should be made in the law to compensate by the state the persons arrested/detained in jail unlawfully.

10. Proper accommodation of arrested persons must be ensured in the Thana/Court Hajat as well as in the jail. Sanitary condition must be improved in Thana Hajat as well as in the jails.

www.pathagar.com

11. The ratre for supply of food thana Hajat should be increased and provisions shlould be made to supply food in the court Hajat.

12. Under trial persons should be detained in "Remand Home" instead of putting them in the jails. If it is not possible, at least they should be kept separately in the jails and system of classification of UTPs should be introduced so that accused persons of ordinary cases may be kept separated from those of heinous cases.

Jails:

1. Introduction of non-institutional treatment methods like (a) probation (b) parole and (c) after care services, etc. is essential for reducing the congestion of under trial persons in the jail on the one hand and also to rehabilitate those in the society on the other.

2. To reduce congestions in the jails and to improve the living conditions therein, the Ministry of Home Affairs may in consultation with the Ministry of Law take steps for withdrawal of cases of those under trial prisoners who are awaiting trial in jails for more than 3 years for a single offence.

3. Jail authorities (appropriate level) may be authorised to submit statements of long pending cases to the courts of sessions with a copy to the Ministry of Home Affairs by lifting of bar imposed under Rule-915 of the Jail Code Vol. 1.

4. The period of detention in the jail hajat of under trial prisoners should be fixed up by law and the Ministry of Home Affairs should be empowered to release them in consultation with the Ministry of Law, the prisoners, if necessary, on personal bond when such detention period is over.

5. The jail authorities must send the under trial prisoners to the court on the date of appearance and those sent to the Court Hajat should be produced before the Court.

6. Living condition in the jails must be improved and in this regard the following steps may be taken:

a) With a view to ensuring that the persons put under trials may maintain their normal social behaviour, their friends and relatives should be allowed to visit them as frequently as possible. This will ensure the quick rehabilitation in society when their prison term is over.

www.pathagar.com

b) Education and recreation facilities of the imprisoned persons should be improved and facilities should be provided for practising religious rites. Adequate reading materials should be supplied and library facilities in the jail should be improved. Arrangement for schooling should be made for male as well as female illiterate prisoners.

c) Medical facilities in the jails should be improved and provisions for female doctors should be made for women prisoners in those jails where there is none.

d) Separate prisoners van should be provided for transporting female prisoners between the jail and the court.

e) Arrangements should be made for vocational training and gainful employment for under-trial prisoners/convicted prisoners in the jail and provisions should be made to pay them remuneration for the job done so that they may get incentive of work and also get some money for petty expenditure inside the jail and save some money which may be given to them at the time of their release. This will help them in rehabilitation.

f) When a person is released from jail, the concerned authorities should provide him with such certificates of character and vocational training that may be acceptable to the prospective employers. The present system of identifying released prisoners as "Dagi" (black listed) must go on the certification of the jail authorities and social welfare workers engaged in after care service of the released prisoners. Previous criminal records in respect of such released persons should be considered in the light of the above.

7. The Department of Social Welfare should take more interest in maintaining liaison with the jail authorities and provide extensive probation and after care services to under trial prisoners and released convicts for their rehabilitation in the society. "After care service" i. e. taking care of prisoners released from custody should be specially improved.

8. The under trial prisoners should be provided with clothings at Government cost by lifting the present bar in this regard. For this purpose fund should be made available to jail authorities.

9. Penal provisions should be suitably amended to cover the period spent as under trial towards the period of imprisonment in the event of

www.pathagar.com

conviction after trial.

10. Voluntary organisations should come forward to provide legal aid to poor prisoners who can not afford to engage lawyers to conduct their cases for which legal aid societies may be set up by such organisations.

11. Training Institute for training of Prison Officials and staff should be established.

12. Constructions of Sub-jails at Upazila level should be completed as early as possible and such jails should be made functional immediately.

13. Concerned authorities as well as non-official visitors should visit jails as frequently as possible, acquaint themselves with the problems of inmates of jails and bring these to the notice of authorities responsible for redressing their grievances.

Prisoners go on the run for charity

A prison officer watching inmates competing in the charity run inside Barlinnie yesterday.

A flag was used instead of a starting pistol and entrants were counted carefully at the finish but prisoners taking part in the first charity run at a Scottish prison took it in their stride yesterday.

Forty-nine prisoners joined 30 staff and Scottish show-business and sporting personalities in the 10,000-metre race of 14 laps around the five accommodation halls at Barlinnie prison, Glasgow.

The event raised more than £10,000 for needy Scottish children at Christmas.

The runners included women staff at Barlinnie and other Scottish prisons, as well as Mrs Susan Baird, Lord Provost of Glasgow.

The run was the idea of an inmate serving life for murder. He said: "We are doing this for the kids and for ourselves, but mostly for the kids.".

Mr Alan Walker, the governor, said: "There were repeated requests for a marathon to be run outside the prison but I had to turn that down.

"Prisons are not nice places but they are not bad all the time and they are not hostile all the time. There are a number of occasions where staff and inmates work together, and this is a good example."

[এ খবরটি লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকায় ১৯৮৯ সালের ৩০ নভেম্বর ছাপা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক মনে করায় খবরটি এ স্মরণিকায় আমরা প্রকাশ করলাম।]

www.pathagar.com

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতির প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশ

১৯৬৫ সালের ১৭ই নভেম্বর তদানিন্তন সমাজকল্যান কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট সমাজসেবী, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, এসোসিয়েশন ফর কারেকশন এণ্ড স্যোশাল রিক্লামেশন নামে একটি সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনোনীত হন (১৯৮০ সালে পরলোক গমন করেন) বেগম তাহেরা কবির। এবং সহ-সভাপতি মিঃ এফ, এ, দোসানি; অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক জনাব সালাহউদ্দিন (পি, এস, পি) অবৈতনিক সহযুগ্ম সম্পাদক জনাব শামছুল হক, অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ জনাব ডঃ এম, ইউ, চৌধুরী। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে মিসেস সুফিয়া খানম, শেখ নিয়ামত আলী, প্রফেসর এম, এ মোমেন, জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ, জনাব নিয়ামত উল্লাহ, মরহুম বজলুর মজিদ, জনাব এ, কে, তালুকদার, জনাব নুরুল ইসলাম খান, মালেকা খান, জনাব আতাউল করিম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সংগঠনের প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় বেগম তাহেরা কবির-এর সভানেত্রীত্বে ১৯৬৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর। ১৯৬৬ সালের ৮ই জানুয়ারী জনাব সালাউদ্দিন ঢাকা থেকে দিনাজপুর বদলী হয়ে যান। তাই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন জনাব শামসুল হক। ১৯৬৬ সালের ২৯শে অক্টোবর আজিমপুরে সরকারী বেবী হোমের চতুর্থ তলায় আশ্রয়হীনা মহিলাদের জন্য "রিমাণ্ড কাম রেসকিউ হোম" প্রতিষ্ঠার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসোসিয়েশন এর প্রথম মেম্বেন ছিলেন সেলিনা পারভিন, যিনি মুক্তিযুদ্ধকালে বুদ্ধিজীবীদের সাথে শহীদ হয়েছেন। প্রথম নির্বাহী অফিসার ছিলেন মিসেস তাহমিনা খান, পরবর্তীকালে তিনি শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলেন।

প্রথম অবস্থায় ৩০ জন মহিলার থাকার ব্যবস্থা করে সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়। সেই সময় জনাব শফিকুল হক, মিসেস হোসনে আরা কামাল, জবান রুহুল আমীন খান, প্রফেসর এম, এ মোমেন, সৈয়দ আকমল আলীর অপরিসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমের ফলে "রিমাণ্ড কাম রেসকিউ হোমের" কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ন সম্ভব হয়েছিল। এর আগে ১৯৬২ সালে গার্লস গাইড সমিতির পক্ষ থেকে মিসেস মাজেদা মান্নান ও মিসেস মালেকা খানের উদ্যোগে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদী ও হাজতবাসীদের নিয়ে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র শুরু করা হয়। এই জেল প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে মিসেস মালেকা খান ১৯৬৪ সালে একটি আট নয় বছরের মেয়েকে নিরাপত্তার জন্য হাজতে থাকতে দেখতে পান। পরে মিসেস তাহেরা কবির ও মালেকা খান কোর্টের মাধ্যমে ওই মেয়ের কাষ্টডিয়ান হন।

আমাদের কোন রেসকিউ বা রিমাণ্ড হোম না থাকায় মিসেস তাহেরা কবির তাঁর বাসভবনে মেয়েটিকে নিয়ে রাখেন। পরে তার পিতামাতার সন্ধান করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বালিকাকে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই ঘটনা রিমাণ্ড কাম রেসকিউ

www.pathagar.com

হোমের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে সার্থকপূর্ণ একটি ঘটনা বলে উল্লেখ করা যায়। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন মহিলাকে বিভিন্ন কোর্ট ও থানার মাধ্যমে এই কেন্দ্রে ভর্তি করা হয় এবং সংগঠনের মাধ্যমে তাদেরকে নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যেতে সহায়তা করে। ১৯৭১ সালে ঢাকায় যখন নাগরিক জীবন বিপন্ন তখন রিমাণ্ড হোমের চারজন মহিলা নিজেদের নিরাপত্তার অভাবে জানালায় শাড়ি ঝুলিয়ে তা বেয়ে বেয়েপালিয়েযায়।

থানা ও কোর্টের সুপারিশ ছাড়াও আশ্রয়হীনা মহিলাদেরও ওই কেন্দ্রে ভর্তি করা হতো। এ সেবামূলক কর্মসূচীর গুরুত্ব ও সঠিক কার্যকারিতা বিবেচনা করে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার সমিতিকে জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণের জন্য এককালীন মঞ্জুরী হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান দেন। অতঃপর সমিতি গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে সমিতির নামে জমি বরাদ্দের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মীরপুরে একটি জমি সমিতিকে বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু ঐ সময়ে মীরপুরে জমি কেনা স্বাভাবিক না থাকায় জমি কেনার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখিত পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যাংকেই জমা থাকে। তাছাড়া নাগরিক জীবন বিপন্ন থাকায় সমিতির কাজের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে এই সমিতির সমস্ত কার্যকলাপ সাময়িক ভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স জারীর কিছু পূর্বে মিসেস তাহেরা কবির তার ব্যক্তিগত কারণে সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই সময় সমিতির মেয়েদের দৈনন্দিন খাবারের খরচ চালানো এক দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বজনাব শফিকুল হক, প্রফেসর মোমেন, শামসুল হক, মালেকা খান এরা ছাড়া সমিতির সাথে অন্যান্য সদস্যদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। এই সময় মিসেস মালেকা খানের প্রচেষ্টায় রিমাণ্ড হোমের জন্য বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানীর ওয়াসেক খান এর কাছ থেকে ব্যক্তিগত দান হিসেবে পাওয়া একমাত্র টেলিভিশন সেটটি বিক্রি করে মেয়েদের চালাতে হয়েছে। তখন যে সব সদস্যরা সক্রিয় ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ তহবিল থেকে খরচ বহন করেন। এরপর সরকারের স্থগিত সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় নিরুপায় হয়ে সমাজকল্যাণ দফতরে পরিচালকের মাধ্যমে বাকী মেয়েদেরকে কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্থানান্তর করে সমিতির কার্যক্রম একেবারে বন্ধ রাখা হয়।

১৯৭৬ সালে ডঃ মিজানুর রহমান শেলী (তদানিন্তন সমাজকল্যাণ বিভাগের পরিচালক)–এর উদ্যোগে একটি এড্‌হক কমিটি গঠনের মাধ্যমে সমিতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই এড্‌হক কমিটিতে সরকার মিসেস তাহেরা কবির, প্রফেসর এম, এ, মোমেন ও মিসেস মালেকা খানকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৬–৭৮ সালের জন্য মিসেস তাহেরা কবিরকে সভাপতি এবং প্রফেসর এম, এ, মোমেনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। তখন সমিতির যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য স্থির করা হয় তা নিচে দেওয়া হল।

১. নৈতিক বিপদগ্রস্ত নারী ও কিশোরী উদ্ধার।
২. আশ্রয় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ।

www.pathagar.com

৩. বিপথগামীদের জন্য সংশোধনী কর্মসূচী প্রবর্তন।
৪. বিচারাধীন অসহায় ব্যক্তিদের বিচার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা ।
৫. বিচারাধীন ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য কল্যাণমূখী কর্মসূচী প্রণয়ন।
৬. জেলফেরৎ হাজতবাসী ও কয়েদীদের জন্য কর্ম সংস্থানের ও পুনর্বাসনের কর্মসূচী গ্রহণ।
৭. এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টির জন্য সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা।

১৯৮০ সালের ১০ই অক্টোবর মিসেস তাহেরা কবিরের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় পরবর্তী নির্বাচনে সমিতির সদস্য এ, এম, এ, কবিরকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তখন থেকে জনাব এ, এম, এ, কবির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। সমিতির জন্মলগ্ন থেকে সাধারণ সম্পাদক যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেনঃ

সর্বজনাব সালাহউদ্দিন আহ্‌মেদ, শামসুল হক, সৈয়দ আকমল আলী, প্রফেসর এম, এ, মোমেন, শফীকুল হক, মালেকা খান, রফিকুল ইসলাম নাসিম (বর্তমান)

সমিতির কার্যক্রম ১৯৭৬ সালে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার এবং পুনরায় শক্তিশালী করার জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ গোলাম রসুল, এ, আর, খন্দকার, এ, কে, তালুকদার, সালাউদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, সালমা চৌধুরী, বশিরা মান্নান, এড্‌ভোকেট শাহ্‌জাহান চৌধুরী, অধ্যক্ষা রহমত আরা হোসেন, মোঃ ইসমাইল হোসেন, শামসুযজাহান, আনোয়ারা সামাদ, মালিক খসরু, রফিকুল ইসলাম নাসিম, এমদাদুল হক, আতাউল করিম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

তাদের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে মীরপুরের দারুস সালামে সমিতির জন্য প্রায় সোয়া বিঘা জমির বরাদ্দ পাওয়া যায়। এবং তার মূল্য পরিশোধ করে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে জমির বন্দোবস্ত নেয়া হয়।

ইতিপূর্বে নৈতিক বিপদগ্রস্ত মহিলা ও কিশোর অপরাধীদের সংশোধন কর্মসূচীর জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প প্রণয়ন করে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বর্তমানে সমিতির পক্ষ থেকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পুনরায় একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট দফতরে পেশ করা হয়েছে।

সমিতির নাম

১৯৬৫ সনে সমিতি যখন গঠন করা হয় তখন এর নাম ছিল এসোসিয়েশন ফর কারেকশন এণ্ড সোশ্যাল রিক্লামেশন। ১৯৮৬ সনের বার্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এখন থেকে সমিতির নাম হবে সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি। তবে পাশাপাশি ইংরেজীতে এসোসিয়েশন ফর কারেকশন এণ্ড সোশ্যাল রিক্লামেশন লেখা হবে। সমাজসেবা দফতর থেকে এ ব্যাপারে অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এ সি এস আর সংবাদ

খুলনায় কিশোর অপরাধ সংশোধন সেমিনার

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতির খুলনা বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে গত ৯-১০ সেপ্টেম্বর '৮৯ খুলনায় কিশোর অপরাধ সংশোধন বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক জনাব আমান উল্লাহ্ সেমিনার উদ্বোধনকরেন।

সেমিনারে কিশোর অপরাধের বর্তমান গতি প্রকৃতি এবং কিশোর অপরাধীদের সংশোধন এবং কিশোর অপরাধ ও আইন বিষয়ে দুটি নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। নিবন্ধ পাঠ করেন যথাক্রমে সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রভাষক মিসেস কামরুন নাহার ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য এডভোকেট এনায়েত আলী।

সেমিনারের প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন খুলনার মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার জনাব এম কে আই চৌধুরী ও দ্বিতীয় দিনে খুলনার বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবদুর রহিম চৌধুরী।

সেমিনারে আলোচনা করেন খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী রিয়াজুল হক, খুলনা সিটি কলেজের প্রভাষক এ, কে, এম নুরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক এম এ মোমেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ।

সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল জনাব এ আর খন্দকার। সমিতির খুলনা শাখার সভাপতি মাইকেল সুশীল অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ময়ীন উদ্‌দীন আহমদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকুল ইসলাম নাসিমও সেমিনারে বক্তব্য বলেন।

কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারকে পুনর্বাসন

এসিএসআর কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৮৯ সালের প্রথম দিকে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে। সহায় সম্বলহীন এসব পরিবারের মাথা গুজার মত ঠাঁই ছিলনা। সমিতি তাদের ঘর বাড়ী নির্মান, সেলাই মেশিন ও গাভী কিনে দিয়েছে। এছাড়া সমিতি ১৯৮৯ সালের ঈদ-উল-ফিতরের সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে আনুমানিক ২০ হাজার টাকার লুঙ্গি, গেঞ্জি ও শাড়ী বিতরণ করে। সরকারের আইন অনুযায়ী বিচারাধীন বন্দীদের বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাপড় চোপড় দেওয়া হয় না। সেজন্য সমিতি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রতি বছর বন্দীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে আসছে।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে শাখা গঠন

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতির চট্টগ্রাম সাংগঠনিক কমিটি গঠন উপলক্ষে গত ২ ফেব্রুয়ারী '৯০ চট্টগ্রামে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ জনাব কে এ রউফ এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় সমিতির উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে বক্তব্য বলেন সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব আলমগীর এম. এ. কবির, সহ-সভাপতি অধ্যাপক এম এ মোমেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকুল ইসলাম নাসিম।

তারা উল্লেখ করেন, কোন মানুষ জন্মসূত্রে অপরাধী নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ করে। কিন্তু তাদের সমাজে পুনরুদ্ধার, সংশোধন ও পুনর্বাসন করা হলে তারা সমাজে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারে এবং সমাজের জন্য সম্পদ হতে পারে। সে জন্য সমিতি নৈতিক বিপর্যয়গ্রস্ত নারী, কিশোর অপরাধী, জেল ফেরত ব্যক্তিদের সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

সভায় ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। জনাব কে, এ রউফ ও জনাব আজিজুল ইসলাম চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া অধ্যাপক সালমা চৌধুরী জনাব মোহাম্মদ আমিন চৌধুরীকে সহ-সভাপতি, সৈয়দ মোহাম্মদ আবুল হাশেমকে যুগ্ম সম্পাদক, এডভোকেট নাসের উদ্দিন চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক, জনাব আবু তাহেরকে জনসংযোগ সম্পাদক এবং জনাব জাহাংগীর মুন্সীকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়েছে। সর্বজনাব আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক আতাউল করিম, জনাব এ, কে এম রেজাই করিম, এডভোকেট আহমদ সগীর, এডভোকেট কাজী সাইফুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন মাহমুদ, জনাব শওকত উল ইসলাম, জনাব নাসিরুল হক, সৈয়দ মর্তুজা আলী, জনাব শফিউল আলম, বেগম হাসনা হেনা ফয়েজ, মিসেস শামসুজ্জাহান নূর, মিসেস ডাঃ জয়নব বেগম, শামসুননাহার রহমান পরান, মিসেস বিলকিস রাশেদ, ডঃ ইমাম আলী, জনাব বোরহান উল্লাহ খান ও জনাব ইদ্রিস মিঞাকে নির্বাহী পরিষদের সদস্য মনোনীত করাহয়েছে।

অপরাধ দমনের পাশাপাশি অপরাধ সংশোধনের ব্যবস্থা চাই জাতীয় পরিকল্পনায় অপরাধ সংশোধন নীতি অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী।

www.pathagar.com

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের তালিকা

সভাপতি ঃ আলমগীর এম, এ, কবির
বাড়ী নম্বর ৬১৮ বি,
রোড ১৮ (পুরাতন)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা–১২০৯
ফোন ঃ ৩১০৭৩০

সহ–সভাপতি ঃ (১) অধ্যাপক এম, এ মোমেন
পরিচালক
সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউট
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়
বাসা–২৭, নিউ এলিফেন্ট রোড
ঢাকা–১২০৫
ফোন ঃ ৫০৯৫৪১

(২) এ আর খন্দকার
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
সচিবালয়ভবন–১
ঢাকা–১০০০
বাসা–৬ মিন্টু রোড
ঢাকা
ফোনঃ ৪০৪০০৩, ৪০১১৬৬

সাধারণ সম্পাদক ঃ রফিকুল ইসলাম নাসিম
প্রশিক্ষক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩, সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা–১০০০
ফোন ঃ ৩২৬২৩৮

www.pathagar.com

কোষাধ্যক্ষ ঃ তহমিনা খান
সাবেক রাষ্ট্রদূত
বাড়ী নম্বর পুরনো–৫০৫, নতুন–১৮
রোড নম্বর – ৭
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা–১২০৫
ফোন ঃ ৩১৭৭৫৫, ৩১৮৬৬৫

যুগ্ম সম্পাদক ঃ (অবসর প্রাপ্ত মেজর) মোকাররম হোসেন
বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা
৬৮, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা–১০০০

জনসংযোগ সম্পাদকঃ রুহুল আমীন গাজী
সিনিয়র রিপোর্টার
দৈনিক সংগ্রাম, (সাধারণ সম্পাদক,
ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন)
বাসা ৯৬ পশ্চিম রামপুরা
ওয়াপদা রোড

ঢাকা–১২১৯
ফোন ঃ ৪১৮১৪৫

সাংগঠনিক সম্পাদকঃ এ কে এম ইমদাদুল হক
এডভোকেট
৫ নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা।
ফোন ঃ ৪০৬৯৫৬

সদস্য (১) সালাহউদ্দিনআহমদ
(সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার)
বাসা–ম্যানসনভবন
ফ্ল্যাট নম্বর – ২
ইস্পাহানী কলোনী
বড় মগবাজার
ঢাকা।
ফোন ঃ ৪০৬৮০১

www.pathagar.com

(২) ডক্টর সাখাওয়াত আলী খান
সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়
বাসা – ৯/৩ নিউ কলোনী
আসাদ গেট
ঢাকা – ১২১৭
ফোন ঃ ৩১৮৬৫৭

(৩) কাজী আবদুল হাই
প্রকৌশলী
বাসা –১৪২/এ মনিপুরী পাড়া
ঢাকা – ১২১৫

(৪) রুহুল আমীন খান
পরিচালক
পাসপোর্ট ও বহিরাগমন বিভাগ
সার্কিট হাউজ রোড
ঢাকা–১০০০

(৫) আতাউল করিম
চেয়ারম্যান
পেট্রোবাংলা
মতিঝিল
ঢাকা।

(৬) হাসিনা বেগম
৮১/১ সিদ্বেশ্বরী সার্কুলার রোড
ঢাকা – ১২১৭

(৭) মোঃ ইসমাইল হুসেন
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
বাসা–৪/২, সেক্রেটারীজ হোস্টেল
শেরেবাংলা নগর
ঢাকা।
ফোন ঃ ৩২৯৩৪২

www.pathagar.com

(৮) শাহজাহান চৌধুরী এডভোকেট
সুরঞ্জনা
৬২৩/১ বড় মগবাজার
ঢাকা–১২১৭
ফোন ঃ ৪০২৪৬১

(৯) সীগমা হুদা এডভোকেট
বাড়ী নম্বর ১১৩/এ
রোড নম্বর – ৫
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা–১২০৫

(১০) মোহাম্মদ শাহজাহান
(পরিচালক, বাংলাদেশ মানবাধিকার
বাস্তবায়ন সংস্থা)
১৫০/এ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা।
ফোন ঃ ২৫৯০৩০

(১১) মিঃ মাইকেল সুশীল অধিকারী
সভাপতি, খুলনা শাখা এ সি এস আর
৪ বাবুখান রোড, খুলনা

(১২) জনাব ফজলে রাব্বী
কুমিল্লা শাখা এ সি এস আর
পুরাতন চৌধুরী পাড়া
কুমিল্লা।

(১৩) ডাঃ সুলতান আহমদ
রাজশাহী শাখা এ সি এস আর
মালোপাড়া, রাজশাহী।

(১৪) জনাব আজিজুল ইসলাম চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক,
এ সি এস আর চট্টগ্রাম শাখা
৮৮, আবদুস সাত্তার রোড
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

কর্মসূচী

সেমিনার
বাংলাদেশ জেল সংস্কার
ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, ঢাকা
২৫–২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

প্রথম দিন

২৫ ফেব্রুয়ারী, রোববার বিকেল ৪·৩০ মিনিট

উদ্বোধন	ঃ	বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী সাবেক প্রধান বিচারপতি
সভাপতি	ঃ	বিচারপতি রুহুল ইসলাম চেয়ারম্যান বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
নিবন্ধ	ঃ	জনাব আতাউস সামাদ বিবিসিসংবাদদাতা ঢাকা
	ঃ	জনাব মুহাম্মদ আজীজুল হক সাবেক ডি আই জি (প্রিজনস)
আলোচক	ঃ	খন্দকার মাহবুব উদ্দীন আহমেদ সভাপতি জাতীয় আইনজীবী সমিতি
	ঃ	ডঃইয়াজউদ্দিন সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
	ঃ	জনাব বজলুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ
	ঃ	জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমদ সভাপতি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দিন

২৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার বিকেল ৪·৩০ মিনিট

প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব আজিম উদ্দিন আহমদ স্বরাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশসরকার
সভাপতি	ঃ	জনাব এ, আর, খন্দকার ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ
নিবন্ধ	ঃ	ডঃ মীজানুর রহমান শেলী চেয়ারম্যান, সি ডি আর বি বাংলাদেশটাইমস
আলোচক	ঃ	প্রফেসর আফসার উদ্দিন ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়
	ঃ	জনাব এম নূর উল্লাহ এটর্নী জেনারেল
	ঃ	জনাব শামসুর রহমান ডি আই জি (প্রিজনস) ঢাকা

www.pathagar.com

আমাদের শুভেচ্ছা

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী)

"তিতাস গ্যাস ভবন"

১০৫ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

কাওরান বাজার, বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা-১২১৫

অভিযোগ ও জরুরী ফোনঃ ২৩২২০০, ২৩২১৭২, ২৫৮৪৬২

ডি এফ পি- ৫৭৮(১) ১৯-২

www.pathagar.com

আমাদের শুভেচ্ছা

সর্ব সাধারণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লাকসাম, ফেণী এবং মাইজদীতে দীর্ঘদিন হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইতেছে। উল্লেখিত নগরী/শহর সমূহের প্রায় সর্বত্রই বিতরণী লাইন স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে প্রাকৃতিক গ্যাস এখন আপনার দ্বারপ্রান্তে এবং সহজলভ্য।

★ প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যান্য জ্বালানীর তুলনায় সস্তা
★ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার ঝামেলামুক্ত ও নিরাপদ
★ প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালী কাজে সবচেয়ে সুবিধাজনক

গ্যাস সংযোগে আগ্রহী গ্রাহকগণ বিশেষ করে আবাসিক সংযোগে আগ্রহী গ্রাহকগণ অতি সহজে এবং কম সময়ে গ্যাস সংযোগের জন্য অবিলম্বে আমাদের নিম্নে উল্লেখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

চট্টগ্রাম
১০০ মোমিন রোড
আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়
ফোন: পিএবিএক্স: ২২০১৬১-৫

কুমিল্লা
চাপাপুর
আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়
ফোন: পিএবিএক্স: ৬২১৩-৪
৫৭৫১-২

ফেণী
মহিপাল
এলাকা বিতরণ কার্যালয়
ফোন: ৪০১৭, ৩২৬৩

চাঁদপুর
মিশন রোড
এলাকা বিতরণ কার্যালয়
ফোন: ৩১০৯, ৩০৮২

মাইজদী
পুরাতন হাসপাতাল রোড
এলাকা বিতরণ কার্যালয়
ফোন: ৬২০১

লাকসাম
সাহাপাড়া
এলাকা বিতরণ কার্যালয়
ফোন: ৫০৭

বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী)

ডি এফ পি- ৫৭৯(১) ১৯-২

www.pathagar.com

আমরা দেশের তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে উন্নয়ন, উত্তোলন ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত।

দেশের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের মাধ্যমে খনিজ ও জ্বালানীর ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

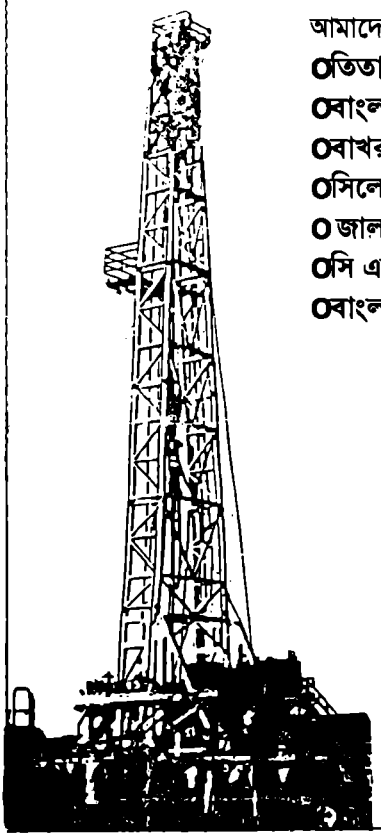

আমাদের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

- তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানী লিমিটেড
- বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
- বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস্ লিমিটেড
- সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড
- জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি সিস্টেম লিমিটেড
- সি এন জি কোম্পানী লিমিটেড
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোঃ লিঃ

পেট্রোবাংলা

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন

১২২-১২৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-২

ডিএফপি-৫৮০ (১) ১৯-২

www.pathagar.com

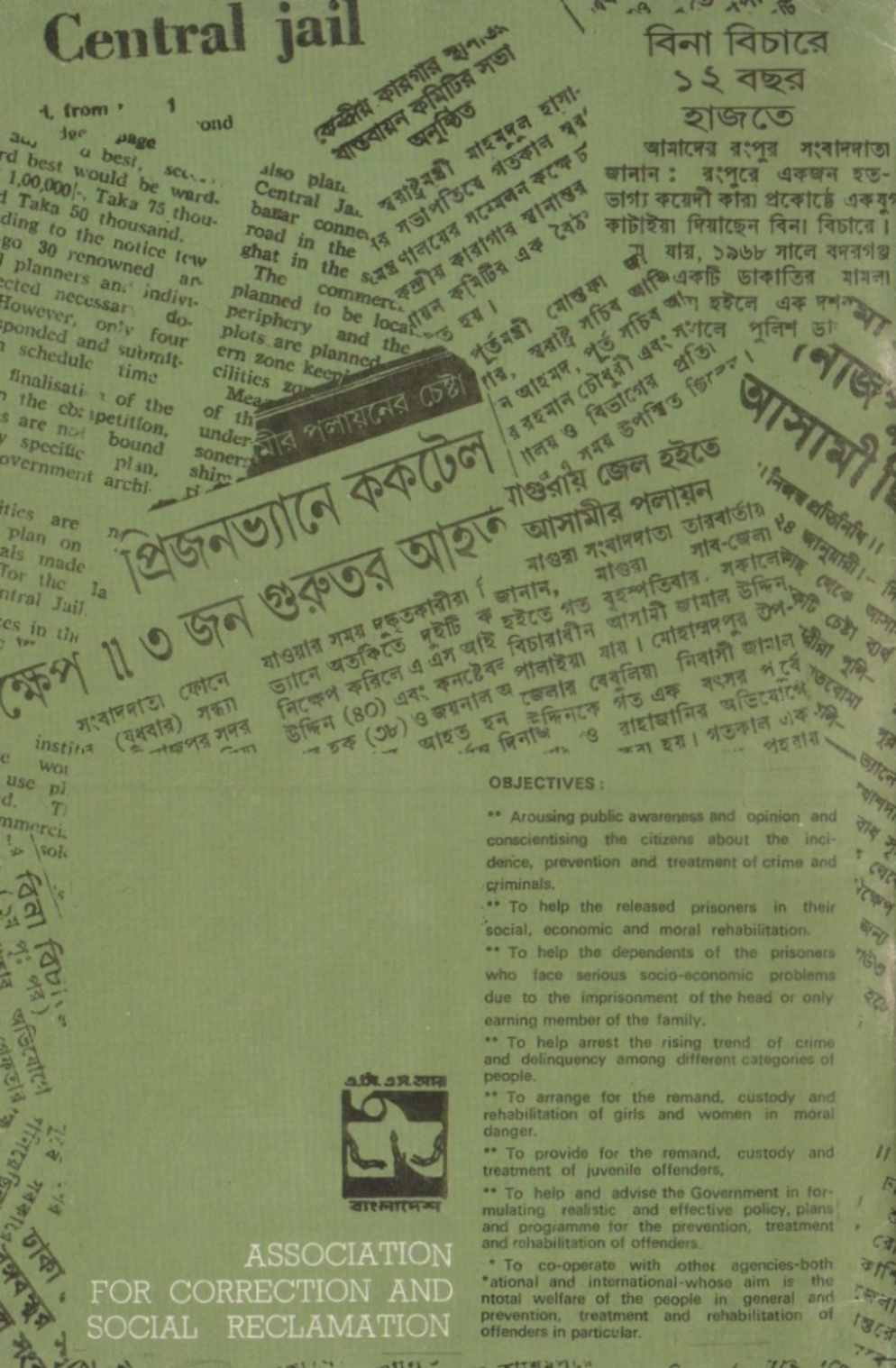

OBJECTIVES :

** Arousing public awareness and opinion and conscientising the citizens about the incidence, prevention and treatment of crime and criminals.

** To help the released prisoners in their social, economic and moral rehabilitation.

** To help the dependents of the prisoners who face serious socio-economic problems due to the imprisonment of the head or only earning member of the family.

** To help arrest the rising trend of crime and delinquency among different categories of people.

** To arrange for the remand, custody and rehabilitation of girls and women in moral danger.

** To provide for the remand, custody and treatment of juvenile offenders,

** To help and advise the Government in formulating realistic and effective policy, plans and programme for the prevention, treatment and rehabilitation of offenders.

* To co-operate with other agencies-both national and international-whose aim is the ntotal welfare of the people in general and prevention, treatment and rehabilitation of offenders in particular.